অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৬২

তারিখঃ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৫ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-২

বিষয় : **দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল ও গ্রহণ, জামানত, প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীর যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য প্রদান, মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ইত্যাদি**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য প্রার্থীগণ আপনার কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম (ফরম-১) সংগ্রহ করবে। ইতোমধ্যে উক্ত ফরমসহ আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ফরম বিতরণের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

২। **মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্য ব্যক্তিগণ ফরম-১ এর মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন। মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র ফরমের নমুনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে।

৩। **মনোনয়নপত্র গ্রহণঃ** জারীকৃত সময়সূচি অনুসারে আগামি **০২ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অর্থাৎ যদি কোন প্রার্থী বা তার প্রস্তাবকারী অথবা তার সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অথবা উক্ত শেষ দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে আপনার নিকট বা আপনার অধীনস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসেন, তাহলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১)(এ) এবং অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩) অনুযায়ী আপনি তা গ্রহণ করবেন এবং আপনার সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকেও গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার সময় মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত ক্রমিক নম্বরের পূর্বে **রিঅ-** এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত **সরিঅ-** প্রদান করলে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র এক স্থানে জমা দিলে সেক্ষেত্রে প্রথমে একটি পূর্ণ নম্বর প্রদান করে অন্যান্য কপিতে বন্ধনীতে (ক), (খ) অথবা (১), (২) ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৪। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের যোগ্যতা ও করণীয়:** মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হওয়ার জন্য নিম্নরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন-

(ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেননি এমন কোন ব্যক্তি ;

করণীয়

আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্ধারিত ফরম-১ (মনোনয়নপত্র) এ প্রত্যেক প্রস্তাব পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে করতে হবে। প্রতিটি মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে, যথা:-

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং তার সদস্য নির্বাচিত হবার বা সদস্য থাকার বিপক্ষে কোন অযোগ্যতা নেই;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাদের কেউ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর দান করেননি;

(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি।

৫। **জামানত:** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা প্রার্থীর পক্ষে বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে জামানত হিসেবে -

(ক) নগদ বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে; অথবা

(খ) জামানত হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা যে কোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারি অথবা সাব ট্রেজারিতে **৬/০৬০১/০০০০/৮৪৭৩** নম্বর অথবা সর্বশেষ সংশোধিত কোডে জমা দিতে হবে। একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সে প্রার্থীর অনুকূলে শুধু একটি মাত্র জামানত প্রদান করতে হবে। অন্য মনোনয়নপত্রের সাথে চালান/রসিদ এর সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জামানত বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যতীত মনোনয়নপত্র দাখিলকারী/প্রার্থীর নিকট হতে অন্য কোন রকমভাবে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় বা প্রদান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

৬। **জামানতের অর্থ জমা দেয়ার কোডঃ** জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা যে কোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারি অথবা সাব ট্রেজারিতে **৬/০৬০১/০০০০/৮৪৭৩** নম্বর অথবা সর্বশেষ সংশোধিত কোডে জমা দিতে হবে। একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সে প্রার্থীর অনুকূলে শুধু একটি মাত্র জামানত প্রদান করতে হবে। অন্য মনোনয়নপত্রের সাথে চালান/রসিদ এর সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করতে হবে। নগদ হিসাবে প্রাপ্ত জামানতের টাকা রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ৩নং ফরমে নির্ধারিত রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং নগদে অথবা ব্যাংক রসিদ অথবা ট্রেজারি চালান মারফত প্রাপ্ত জামানতের হিসাব বিবরণী রিটার্নিং অফিসারকে ২নং ফরমে নির্ধারিত রেজিস্টারে সন্নিবেশিত করতে হবে। তাছাড়া রিটার্নিং অফিসারকে নগদে প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত কোড নম্বরে সরকারি খাতে জমা দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, জামানত বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যতীত মনোনয়নপত্র দাখিলকারী/প্রার্থীর নিকট হতে অন্য কোন রকমভাবে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

৭। **মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্তি রসিদ প্রদানসহ বাছাইয়ের তারিখ অবহিতকরণঃ** রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন, কোন তারিখে ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে অবহিত করবেন ও মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তি রসিদটি মনোনয়নপত্রের সংগে সংযোজিত আছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট যে

মনোনয়নপত্র দাখিল হবে সেক্ষেত্রেও সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার, কখন, কোন তারিখে এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তাও জানিয়ে দিবেন। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা আগামি **০২ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখে বিকাল ৫.০০টায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐ দিনই সতর্কতার সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

৮। **সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ:** যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত, সেহেতু আপনার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাঁদের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হবার পর পরই যাতে সতর্কতার সাথে আপনার নিকট প্রেরণ করেন, সে বিষয়ে আপনি সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

৯। **মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত বিবরণী প্রকাশ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (৭) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণী সম্বলিত নোটিশ তাঁর কার্যালয়ের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো ও অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাচাই করার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, পিতা, স্বামী (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে) ও মাতার নাম, বর্তমান ঠিকানা এবং মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিজ নামে/মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নামে, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ছকে তথ্য প্রয়োজন হবে।

ক্রমিক নং	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থায়ী ঠিকানা	ব্যবসায়িক ঠিকানা	ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলাসহ শাখার নাম
ক) নিজ নামে					
খ) প্রতিষ্ঠানের নামে					
১।					
২।					
৩।					
৪।					
.....					

১১। **নির্ধারিত ছকে বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যাংক ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রদান:** মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে অর্থাৎ **০২ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখে সকল মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণের জন্য **'পরিশিষ্ট-ক'** তে একটি নমুনা দেয়া হলো। দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র থেকে প্রাপ্ত পরিশিষ্ট-ক তে উল্লিখিত নমুনায় বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুলিশ ও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ/প্রদান করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক/অন্য কোন ব্যাংকের প্রতিনিধি অথবা পুলিশ বা সেসব প্রতিষ্ঠান নিতে ইচ্ছুক হলে তা দেয়া যাবে।

১২। **মনোনয়নপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরিশিষ্ট-ক তে উল্লিখিত নমুনায় বিবরণীর একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ফ্যাক্স ও বিশেষ বাহক মারফত প্রেরণ করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার পর পরই উল্লিখিত বিবরণীর একটি সার-সংক্ষেপ অর্থাৎ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম ইত্যাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে টেলিফোনে ও ফ্যাক্স যোগে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম এতদসংগে দেয়া হল (পরিশিষ্ট-খ)। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য Candidate Management System (CMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

১৩। **মনোনয়পত্র বাছাই:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে আপনি ১৯৭২ সনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত (তিনি আইনজীবিও হতে পারেন) অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা করেন তবে তাদেরকে সে সুযোগ দিতে হবে। উপস্থিত সকলের সামনে আপনি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং কেহ কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে তা নিষ্পত্তি করবেন। তাছাড়া কোন প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে অযোগ্যতা, প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য কিনা, আদেশের ১২ অথবা ১৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা অথবা প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর স্বাক্ষর আসল কিনা সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে অথবা স্বউদ্যোগে যুক্তিযুক্ত মনে করলে আপনি যে কোন মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করতে পারবেন এবং সন্তোষজনক মনে করলে মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন।

১৪। **সারবত্তাহীন ত্রুটি:** ছোটখাট ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নজরে আসে যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন সম্ভব, তা হলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তাঁর প্রার্থীপদ অটুট থাকবে। যদি কোন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তবে বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেলে অন্য মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রয়োজন হবে না। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উল্লিখিত আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদে (৩) দফার (ডি) উপ দফার (iii) নং শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাবে না। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

১৫। **ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নামের শুদ্ধতা নির্ধারণ:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে দেশের যে কোন একটি এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। ফলে মনোনয়নপত্রে প্রার্থী ভোটার তালিকায় ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরও লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভোটার তালিকায় অনেক প্রার্থীর নামের বানান অথবা পিতার নাম, স্বামীর নাম ঠিকানা বা এ সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে নাও থাকতে পারে। ভোটার তালিকায় এ ধরণের ভুল অনেকের দৃষ্টি গোচর হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। শুদ্ধভাবে প্রার্থীর নামসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করতে গিয়ে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত নাম বা অন্যান্য তথ্যের সাথে হুবহু নাও মিলতে পারে। এ ধরণের অমিলের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। মনোনয়নপত্রে ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং, ভোটার নম্বর, ভোটার এলাকার নাম বা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল করলেও মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। অনুরূপভাবে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও উক্তরূপ ভিন্নতা ও শুদ্ধিকরণ গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর নামের বানান ও তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর এসএসসি পাশের সার্টিফিকেট বা অন্য কোন সার্টিফিকেট অথবা স্বীকৃত কোন পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হতে হবে।

১৬। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ:** আদেশের ১৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে আপনি তাঁদের বিবরণী নির্ধারিত ৪নং ফরমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত তালিকা আপনার কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করতে হবে। আপিল করা হলে আপিলের সিদ্ধান্ত/ফলাফলের ভিত্তিতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

১৭। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল:** (১) আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইঅন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক সংক্ষুব্ধ হলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের **পরবর্তী ৩(তিন) দিনের মধ্যে** প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যাংক আপিল দায়ের করতে পারেন।

(২) কমিশনকে সম্বোধন করে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট স্মারকলিপি আকারে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(৩) আপিলের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপিলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ আদেশের সত্যায়িত কপি সংযোজন করতে হবে।

(৪) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপিলের ১টি মূল কপিসহ মোট ৭(সাত)টি কপি দাখিল করতে হবে।

১৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন:** (১) অনুচ্ছেদ ১৪ দফা (৫) এর অধীন আপিল মঞ্জুর করা হলে অনুচ্ছেদ ১৫ দফা (২) অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করতে হবে।

(২) উক্ত সংশোধিত তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে।

(৩) সংশোধিত তালিকার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১৯। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার:** (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না।

(৩) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

(৪) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহীর তবে রিটার্নিং অফিসার **উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করবেন।**

২০। **বাছাই হতে প্রত্যাহার এবং চূড়ান্ত প্রার্থী সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণঃ** পরিশিষ্ট-খ এ উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী, প্রতীক বরাদ্দ এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যাবলীও উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত দিনের শেষে সংগ্রহ করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণও উল্লিখিত তথ্য প্রদান করার জন্য টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তাছাড়া এ সকল Candidate Management System (CMS) এর মাধ্যমেও প্রেরণ করবেন।

২৫-১১-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১
ফোনঃ ৯১৮০৬৫৩

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৬২

তারিখঃ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২৫ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা

৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২৬. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৮. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
২৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

পরিশিষ্ট-ক

মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: .....

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের নাম	পিতার নাম	স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে)	মাতার নাম	ঠিকানা		মন্তব্য (মনোনয়নপত্রে ঋণ/মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য)
					স্থায়ী	বর্তমান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।							
২।							
৩।							
৪।							
৫।							
৫।							
৭।							
৮।							
..							

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-খ

মনোনায়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রত্যাহারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রমিক	নির্বাচনি এলাকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	ব্যবহৃত টেলিফোন
১	২	৩	৪
১.	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, **লালমনিরহাট** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৮৪৪
২.	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, **জয়পুরহাট** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	বেগম মাহফুজা আক্তার সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৭৪৭
৩.	বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, **নওগাঁ** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব তারাচাঁদ রাজভর সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৭৯৩
৪.	রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, **পাবনা** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহকারী সচিব	৯১৮০৭৬২
৫.	মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, **যশোর** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ আবদুল হালিম খান সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৭৮৬
৬.	মাগুরা, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা, **সাতক্ষীরা** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৭০৬
৭.	বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, **পিরোজপুর** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ আব্দুল মমিন সরকার সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ)	৯১৮০৮৭৪
৮.	টাংগাইল, জামালপুর, **শেরপুর** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ সাহেদ হাসান ঊর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯১২৮০১৪
৯.	ময়মনসিংহ, **নেত্রকোনা** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)	৯১৮০৭০৩
১০.	কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, **গাজীপুর** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী সচিব	৯১৩৮৭৫৫
১১.	ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ সাবেদ উর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১১০২৭৮
১২.	নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, রাজবাড়ী, **ফরিদপুর** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৮৪১
১৩.	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, সুনামগঞ্জ, **সিলেট** জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান সহকারী সচিব	৯১৮০৯২৫
১৪.	মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান প্রোগ্রামার (জিআইএস)	৯১৮০৭৯২
১৫.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	সৈয়দ গোলাম রাশেদ সহকারী সচিব	৯১৮০৭৯৫
১৬.	নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি, বান্দরবান জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	৯১৮০৭৪২
১৭.	চট্টগ্রাম মহানগরসহ চট্টগ্রাম জেলার নির্বাচনি এলাকাসমূহ	বেগম ফাহমিদা সুলতানা সহকারী সচিব	৯১৮০৬৫৬

৪